ন্যাজাটের কাঁকড়া বাজার

ড. শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

ছবি ঃ লেখক

তিন দশক ধরে সুন্দরবনের জল-জঙ্গল-জীবন নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করছি। কিন্তু কাঁকড়া ব্যবসা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য নেই। তাই সুন্দরবনের ন্যাজাটের কাঁকড়া বাজার নিয়ে, ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে, সংগৃহীত তথ্য খুব সংক্ষেপে পরিবেশন করছি। বিগত দু' দশকের মধ্যে কাঁকড়া ব্যবসায়ে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এর মূল কারণ দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের বাজারে কাঁকড়ার বিপুল চাহিদা। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামও বাড়ছে। বর্তমানে কাঁকড়ার লোভনীয় দাম সুন্দরবনের মানুষদের বেশি বেশি করে কাঁকড়া শিকারে এবং কাঁকড়া ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ করছে। ফলে দিনে দিনে কাঁকড়ার ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষের সংখ্যা মাত্রা ছাড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যাজাট কাঁকড়া বাজার উত্তর ২৪পরগণা জেলার সন্দেশখালি ১নং ব্লকের মধ্যে। ন্যাজাট কাঁকড়া বাজারের আড়তগুলোতে যত কাঁকড়া জড়ো হয় তার ৬০ শতাংশ কাঁকড়া কলকতা, শিয়ালদা, মধ্যমগ্রাম, বাঘাযতীন, মুকুন্দপুর প্রভৃতি জায়গায় কাঁকড়া রপ্তানীকারী সংস্থার কাছে চলে যায়। কলকাতা থেকে ন্যাজাটের দূরত্ব ৬০-৬৫ কিলোমিটার। সড়কপথে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। যাই হোক কাঁকড়া ব্যবসার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষজন কেমনভাবে যুক্ত সেটা বোঝার জন্য ন্যাজাট বাজারের কাঁকড়া বেচাকেনার পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তার আগে ন্যাজাটের কাঁকড়া বাজারের কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান জেনে নেওয়া দরকার।

এক নজরে ন্যাজাটের কাঁকড়া আড়ত সম্পর্কীয় পরিসংখ্যান -

আড়তের সংখ্যা	১৬টা
আড়ত কর্মচারীর সংখ্যা	৫৬জন
মুটের সংখ্যা	৪২জন
সাপ্লায়ারের সংখ্যা	৩৮০জন
পাইকারের সংখ্যা	৪০জন
দৈনিক গড় কাঁকড়ার যোগান	৫০-৬০কুইন্টাল
ভেড়ির কাঁকড়ার গড় যোগান	৪০শতাংশ
জঙ্গলের কাঁকড়ার গড় যোগান	৬০শতাংশ
নদীপথে জড়ো হওয়া কাঁকড়ার পরিমাণ	৬০শতাংশ
অন্যান্য পরিবহনের মাধ্যমে জড়ো হওয়া কাঁকড়ার পরিমাণ	৪০শতাংশ

ন্যাজাটে মাছ ও কাঁকড়ার আড়তগুলো পাশাপাশি আছে দীর্ঘদিন ধরে। ন্যাজাট বাজার সংলগ্ন বেত্‌নী নদীতে মাছ-কাঁকড়ার জন্য আলাদা ঘাট আছে। মাছ-কাঁকড়ার বোট (ভুটভুটি) একমাত্র মাছ-কাঁকড়ার ঘাটেই ভেড়ে। ন্যাজাট বাজারে মাছ-কাঁকড়ার ঘাট ছাড়া আরও ছয়টি ঘাট আছে- যেমন, বালিরঘাট, তেলঘাট, কয়লাঘাট, খেয়াঘাট ইত্যাদি।

আড়তদার

বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে ন্যাজাট বাজারে ১৬টা কাঁকড়ার আড়ত আছে। সমস্ত আড়তের মালিক স্থানীয় মানুষ। প্রত্যেকের কাঁকড়া ধরার অভিজ্ঞতা আছে। আড়তদাররা মূলত আদিবাসী ও তপসিলী সম্প্রদায়যুক্ত। আড়তদারদের নামের তালিকা।

✠ ১। প্রসেন কর্মকার ২। জহর মাহাতো ✠ ৩। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ৪। শ্যামল হালদার ৫। তপন দাস ✠ ৬। কাইট মন্ডল ✠ ৭। সুকুমার মাহাতো ৮। বাচ্চু কর্মকার ৯। জয়ন্ত মন্ডল ১০। বাবলু সাহা ১১। রাজকুমার পাইক ১২। শ্যামল হালদার ১৩। রাজকুমার সরদার ১৪। শংকর মান্না ১৫। অমর মাহাতো ১৬। দীপু মন্ডল

এই ১৬ জন আড়তদারদের মধ্যে চারজন (যাদের নামের পাশে তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে) বিদেশে কাঁকড়া রপ্তানীকারী সংস্থাকে সরাসরি কাঁকড়া বিক্রি করেন। বাকি আড়তদারদের অধিকাংশই তাঁদের কাঁকড়া, ন্যাজাটের কাঁকড়ার সবচেয়ে বড় আড়তদার, সুকুমার মাহাতোর কাছে বিক্রি করেন। আড়তদাররা কাঁকড়া শিকারীদের কাছ থেকে সরাসরি কাঁকড়া কেনেন না। অন্যের মাধ্যমে কেনেন। যার মাধ্যমে কেনেন তাঁকে সাপ্লায়ার বলে। ন্যাজাটের কাঁকড়ার আড়তের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মুখে কিছু ইংরাজী শব্দ হরবকত শোনা যায়, যেমন সাপ্লায়ার (Supplier), গ্রেডিং (Grading), মর্টালিটি (Mortaity) ইত্যাদি। সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে যাতে কাঁকড়া ঠিকমত পাওয়া যায় তার জন্য আড়তদাররা আগেই তাদেরকে টাকা দিয়ে রাখেন এই অগ্রিম টাকা দিয়ে রাখাকে দাদন দেওয়া বলে।

দাদন

মাছের আড়তের মতো কাঁকড়ার আড়তগুলোতেও দাদন প্রথা চালু আছে সুন্দরবনের সর্বত্রই। দাদন প্রথার সঙ্গে কয়েকটা শর্ত জড়িত। প্রথমত, দাদন নিলে দাদন দাতার আড়তে কাঁকড়া দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আড়তদারের দামেই কাঁকড়া বেচতে হবে। তৃতীয়ত, দাদন প্রদানকারী আড়তদারের সমস্ত টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত দাদন গ্রহিতা অন্যকোন আড়তে কাঁকড়া দিতে পারবেন না। আড়তদাররা স্বেচ্ছায় দাদন দেন না বাধ্য হয়েই দেন। দাদন দিয়ে সাপ্লায়ারদের নিজেদের কাছে দায়বদ্ধ রাখেন। কারণ, যথেষ্ট সংখ্যক সাপ্লায়ারকে দাদন দিয়ে হাতে না রাখতে পারলে আড়তে প্রয়োজনীয় পরিমান কাঁকড়া সংগ্রহ করা যাবে না। সাপ্লায়াররা আড়তের পুষ্টি যোগান। তাই সাপ্লায়ারদের নিজেদের কবজায় রাখার জন্য আড়তদারদের মধ্যে সবসময় একটা প্রতিযোগিতা থাকে। একজন আড়তদার সাপ্লায়ারকে কত টাকা দাদন দেবেন সেটা নির্ভর করে ওই সাপ্লায়ার কি পরিমাণ কাঁকড়ার যোগান দিতে পারবেন তার উপর। ন্যাজাটের বড় বড় আড়তদাররা এক এক জন সাপ্লায়ারকে কুড়ি হাজার থেকে দেড়-দু লাখ টাকা পর্যন্ত দাদন দিয়ে থাকেন। আর ছোট ছোট আড়তদাররা দু হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদন দেন। কাঁকড়ার আড়তদাররা, মাছের আড়তদারদের মতো দাদন গ্রহিতাদের কাছ থেকে কোনো কমিশন বা সুদ নেন না। কাঁকড়ার ওপর কোনো 'বলন' (মাপের অতিরিক্ত কাঁকড়া) দিতে হয় না।

দাম নির্ধারনঃ-

ন্যাজাটের আড়তগুলোতে এখন আর কাঁকড়া নিলাম হয় না। আগে হতো। আগে কাঁকড়া কুড়ি দরে বিক্রি হতো। এখন হয় কিলো দরে। এখন রপ্তানিকারী সংস্থা কোন্ কাঁকড়া কত দরে কিনবেন সেটা আগে ভাগেই ন্যাজাটের আড়তদারদের টেলিফোনে জানিয়ে দেন। রপ্তানিকারী এজেন্টদের / সংস্থার কাছ থেকে কাঁকড়ার দর জানার পর আড়তদাররা ততক্ষনাৎ টেলিফোনে তাঁদের সাপ্লায়ারদের জানিয়ে দেন। সাপ্লায়াররা কাঁকড়া মারাদেরও বলে দেন কোন কাঁকড়া কী দরে কিনবেন। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা পরিষ্কার করা যেতে পারে। কলকাতার একজন ব্যবসায়ী (যিনি সরাসরি বিদেশে কাঁকড়া রপ্তানী করেন) ন্যাজাটের আড়তদারদের জানিয়ে দিলেন ২০০গ্রাম বা তার বেশি ওজনের ডিমওলা মেয়ে কাঁকড়া ৬০০টাকা কেজি দরে কিনবেন। তখন ন্যাজাটের আড়তদার তাঁর সাপ্লায়ারদের জানিয়ে দিলেন ঐ ধরনের কাঁকড়ার কেজিতে ৫৮০টাকা দাম দেবেন। দাম জানার পর সাপ্লায়াররা ঠিক করবেন তাঁরা কাঁকড়া মারাদের কাছ থেকে ঐ কাঁকড়া কত টাকা করে কেজি কিনবেন। ধরা যাক সাপ্লায়াররা ঐ কাঁকড়া (২০০ গ্রাম বা তার বেশি ওজনের ডিমওলা মেয়ে কাঁকড়া) কিলো প্রতি ৫৫০টাকা দরে কাঁকড়া মারাদের কাছ থেকে কিনবেন। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে কাঁকড়া বেচা-কেনার প্রতিটি স্তরে ক্রেতাদের এবং বিক্রেতারদের মধ্যে সব সময় একটা প্রতিযোগিতা থাকে। খুব বেশি ঠকানোর সুযোগ কারোর নেই। যদি কোন সাপ্লায়ার বাজার থেকে অনেক কম দরে কাঁকড়া কিনতে চান, সেক্ষেত্র কাঁকড়ামারা, যদি বুঝতে পারে, তাঁর কাঁকড়া অন্য সাপ্লায়ারের কাছ বেচতে পারেন। কোন সাপ্লায়ার যদি মনে করেন যে আড়তদার তাঁকে বাজার থেকে অনেকটা কম দাম দিচ্ছেন তখন সেই সাপ্লায়ার তাঁর কাঁকড়া অন্য আড়তে বিক্রি করতে পারেন। এখানে কোন লুকোছাপার ব্যাপার নেই। সাপ্লায়াররা অনায়াসে ফোন করে একাধিক আড়তদারের কাছ থেকে কাঁকড়ার বাজার দর জেনে নিতে পারেন। সে রকম কাঁকড়া শিকারিরাও পারেন। তবে এখানেও একটা প্রচ্ছন্ন বাধ্যবাধকতা আছে। দাদন শোধ না করে অন্যত্র কাঁকড়া বিক্রি করা যায় না। অবশ্য উপায়ও একটা আছে। সাপ্লায়ার বা কাঁকড়া শিকারি যাঁকে কাঁকড়া দিতে চান তাঁর কাছ থেকে নতুন করে দাদন নিয়ে পুরনো দাদন শোধ করে দিতে পারেন। তখন আর বিক্রি করার কোন বাধা থাকবে না।

ন্যাজাট আড়তে বর্তমানে কাঁকড়ার দাম (ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

পুরুষ কাঁকড়া	দাম(কেজিতে)	মেয়ে কাঁকড়া	দাম (কেজিতে)
১০০-১৪৯ গ্রাম	১০০-১১০ টাকা	১০০-১৪৯গ্রাম	১৩০-১৪০ টাকা
১৫০-২৯৯ গ্রাম	১৪০-১৫০ টাকা	১৫০-১৭৯ গ্রাম	১৬০-১৭০ টাকা
৩০০-৩৯৯ গ্রাম	২৫০-২৬০ টাকা	১৮০-২৪৯ গ্রাম	৫৮০-৬০০ টাকা
৪০০-৪৯৯ গ্রাম	৩১০-৩২০ টাকা	২৫০ গ্রাম	৬৫০-৭০০ টাকা
৫০০ গ্রাম	৪২০-৪৩০ টাকা	(মেয়ে কাঁকড়ার সাইজ পুরুষ কাঁকড়ার মতো হয় না)	

দামের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে এখন ১০০ গ্রাম ওজনের পুরুষ কাঁকড়া এবং মেয়ে কাঁকড়া রপ্তানী হচ্ছে বেশ ভাল দামে। আগে হতো না। এখন ন্যাজাট বাজারে ১০০গ্রামের কম ওজনের পুরুষ কাঁকড়া ৭০-৮০ টাকা এবং মেয়ে কাঁকড়া ১১০-১২০ টাকা কেজি। ০৫.০২.২০১১ তারিখে ক্যানিং এ গণেশ মন্ডলের ছাঁট কাঁকড়ার আড়তে গিয়ে জানলাম ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের মেয়ে কাঁকড়ার নিলামে দাম উঠেছিল কেজিতে ৭৫ টাকা। সুন্দরবনের আড়তগুলোতে ছাঁট কাঁকড়া লক্ষ করলে মনে প্রশ্ন জাগবে এই প্রজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে তো? তালিকা থেকে বোঝা যাবে মাত্র একগ্রাম ওজনের তফাতে দামের কতটা হেরফের হয়।

ছবি ঃ লেখক

সাপ্লায়ার ঃ সাপ্লায়াররা ন্যাজাটের আড়তগুলোতে কাঁকড়ার যোগান দেন। তাঁরা ভেড়ি, খাঁড়ি, জঙ্গল, নদ-নদী প্রভৃতি থেকে শিক এবং দোনে ধরা কাঁকড়া সংগ্রহ করে আড়তে নিয়ে আসেন। কয়েকজন মহিলা সাপ্লায়ারও আছেন। প্রত্যেক সাপ্লায়রের নিজের নিজের কাঁকড়া মারারা নিজেরাই এসে সাপ্লায়ারের আড়তে কাঁকড়া দিয়ে যান। যেখানে সেটা সম্ভব নয়, সেখানে সাপ্লায়ার নিজে গিয়ে অথবা লোক মারফত কাঁকড়ামারাদের সুবিধে মতো জায়গা থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে আনেন। আড়তদাররা যেমন সাপ্লায়ারদের দাদন দেন আড়তে কাঁকড়া যোগান ঠিকরাখার জন্য, সাপ্লায়ারও কাঁকড়ামারাদের দাদন দিয়ে রাখেন নিজেদের সংগ্রহকে নিশ্চিত করার জন্য। যে যত বড় সাপ্লায়ার তাঁর সংগ্রহও তত বেশি। স্বাভাবিকভাবে দাদনের পিছনে তাঁর বিনিয়োগও বেশি।

সাপ্লায়াররা ন্যাজাট কাঁকড়া বাজারে যে সমস্ত জায়গা থেকে ভেড়ির কাঁকড়া সংগ্রহ করেন সেগুলো হল- ভবানীপুর মডেল, খুনি, গাবতলা, ধরমপুর, মেটেখালি, তালতলা, ৪ নং চৈতাল, ৩নং চৈতাল, শিরিষতলা, আটাতলা পোল, কালিনগর, ছোটশেয়ারা, বড় শেয়ারা, শেয়ারা, ঝনঝনে, রুপোমারী, বাঁনাতলি, মালুপাড়ার ঘাট, ভোলাখালি, ছেঁড়াখালি, টনতলি, কাটখালি, সন্দেশখালি, ধামাখালি, কাকখালি, জেলেখালি, তুষখালি, দুর্গামন্ডপ, রামপুর, মনিপুর, গোপালের হাট, তালতলা, আতাপুরস ধসনেখালি ইত্যাদি। সাপ্লায়ারারা যে সমস্ত জায়গা থেকে জঙ্গলের বা খাঁড়ির কাঁকড়া সংগ্রহ করেন সেগুলো হল আমতলি, বাগনা কুমিরমারী, মোল্লাখালি, হেঁতালবাড়ি, কালিদাসপুর, সামসের নগর, সাতজেলে, কালিতলা, যোগেশগঞ্জ প্রভৃতি।

পাইকের ঃ ন্যাজাটের আড়তদাররা বাছাইকারীরা কাঁকড়াগুলোকে নির্দিষ্ট দামে কিনে নেওয়ারপর ছাঁট কাঁকড়াগুলোকে পাইকেরদের বিক্রি করে দেন। ন্যাজাটে ছাঁট কাঁকড়ার ও নিলাম হয় না। কিন্তু ক্যানিং এ শুধু ছাঁট কাঁকড়া কেনার জন্য আটটা আলাদা আড়ত আছে। সেখানে ছাঁট কাঁকড়ারও গ্রেডিং করা হয় এবং নিলামে বিক্রি হয়। ন্যাজাটে পাইকেররা আড়তদারদের সঙ্গে একটু দামাদামি করে ছাঁট কাঁকড়া কিনে নেন। ক্যানিং এ ছাঁট কাঁকড়ার আড়তদাররা সাপ্লায়ারদের দাদন দিয়ে রাখেন তাঁদের ছাঁট কাঁকড়াগুলো কিনে নেওয়ার জন্য। ন্যাজাটে যেহেতু ছাঁট কাঁকড়ার জন্য আলাদা আড়ত নেই, তাই ছাঁট কাঁকড়ার জন্য আলাদা দাদন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ন্যাজাটের অধিকাংশ পাইকের বসিরহাট, কদমগাছি, মছলন্দপুর, বারাসাত, ডায়মন্ডহারবার, বেহালা, আমতলা প্রভৃতি জায়গা থেকে ছাঁট কাঁকড়া কিনতে আসেন। যেহেতু বাছাইকরা কাঁকড়াগুলো রপ্তানী হচ্ছে, দেশের বাজারে ছাঁট কাঁকড়াই একমাত্র সম্বল। দেশিয় বাজারের খুচরো ব্যাপারীরা ছাঁট কাঁকড়ার পাইকেরদের ওপর নির্ভর করে থাকেন। বাজারে ছাঁট কাঁকড়ার দামও হু হু করে বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সমস্ত বাজারে ছাঁট কাঁকড়ার চাহিদা বেশি সেগুলো হল শিয়ালদা, শ্যামবাজার, বেহালা, পৈলান, মেছেদা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, বারাসাত, বসিরহাট, বাগনান, চন্দননগর, হালিশহর, নৈহাটি, কুলগাছিয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ছাঁট কাঁকড়া নানা জায়গায় যাচ্ছে, যেমন- জামসেদপুর, রাউরকেল্লা, ভুবনেশ্বর, দিল্লি প্রভৃতি।

মুটে ঃ বেতনী নদীর মাছ-কংকড়ার ঘাটে ভোর বেলায় ভুটভুটিতে করে কাঁকড়া নিয়ে সাপ্লায়াররা হাজির হতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কাঁকড়া গুলোকে আড়তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুটেরা উপস্থিত থাকেন। ন্যাজাট আড়তে আগে কাঁকড়া আসতো ঝাঁকায় করে। এখন প্রায় একই পরিমাণ কাঁকড়া (৩৫-৪০ কেজি) আসে সিন্‌থেটিকের ব্যাগে। মুটেরা মাথায় করে অথবা একসঙ্গে দুটো ব্যাগের হান্ডেলে একটা মোটা বাঁশের লাঠি গলিয়ে দু'দিকে দু'জন কাঁধে করে আড়তে নিয়ে আসেন। ব্যাগ পিছু মজুরি ছয় টাকা। ন্যাজাটে মুটেদের একটা শক্তপোক্ত ইউনিয়ন আছে। কোন মুটে কোন আড়তে কাজ করবেন তা মোটামুটি ঠিক থাকে। কোন কারণে এক বা একাধিক মুটে অনুপস্থিত থাকলেও কোন আড়তের কাজ ব্যাহত হয় না। ইউনিয়ন অফিস অন্য জায়গা থেকে মুটে এনে কাজ তুলে দেয়। যে কোনো ধরণের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইউনিয়ন অফিস খুবই তৎপর।

আড়ত কর্মচারী ঃ আড়তদাররা ব্যবসা চালাবার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। এই সমস্ত কর্মচারীদের নানা ধরণের কাজ করতে হয়। আড়তে এলে প্রথমে ছাঁট কাঁকড়াগুলো আলাদা করতে হয়। তারপর কাঁকড়ার সাইজ বা ওজন অনুযায়ী গ্রেডিং করা হয়। সাইজ বা ওজন ছাড়াও মেয়ে কাঁকড়ার ডিমের পরিমাণের তারতম্যের ওপর গ্রেডিং করা হয়। গ্রেডিং করার সময় ভিন্ন ভিন্ন পাত্র (ড্রাম বা ঐ ধরণের কোনপাত্র) ব্যবহার করা হয়। গ্রেডিং করার আগে কাঁকড়ার ওজন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মিটার পাল্লা ব্যবহার করা হয়। গ্রেড অনুযায়ী কাঁকড়াগুলোকে আলাদা করার পর সেগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে কাঁটা (ওজন) করা হয়। এছাড়া খাতা-পত্র লেখা, হিসেব নিকেশ করা, রসিদ লেখা ইত্যাদি করতে হয়। কাজের সময় গড়ে দৈনিক সাত-আট ঘন্টা। গড়ে মাসিক বেতন দেড় হাজার থেকে আড়ই হাজার। ছুটিছাটা নির্ভর করে আড়তদারের মর্জির ওপর। বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য কর্মচারীদের কোন সংগঠন নেই।

পরিবহন ঃ ন্যাজাটের আড়তে কাঁকড়া পরিবহনের সঙ্গে যে সমস্ত যান যুক্ত তাদের মধ্যে অন্যতম হল ভুটভুটি বা ইঞ্জিনযুক্ত নৌকো। এগুলোকে এখানে বোট বলে। ন্যাজাট আড়তের ৬০ শতাংশ কাঁকড়া নদী পথে অসে। মাছ কাঁকড়া একসাথে আসে। আবার কিছু বোট শুধু কাঁকড়া নিয়ে আসে। এখানেও প্রতিযোগিতা কে কত সকালে আড়তে পৌঁছতে পারে। যে পার্টি আগে আসবে, সে আগে ছাড়া পাবে। সামসেরনগর, সাতজেলিয়া, ছোটমোল্লাখালি, কুমিরমারী প্রভৃতি জায়গা থেকে মাঝরাতে বার হলে তবেই ন্যাজাটে সকালে পৌঁছানো যায়। স্থলপথে ম্যাটাডোর, ইঞ্জিন ভ্যান, সাইকেল ভ্যান, ইত্যাদিতে করে বেশিরভাগ ভেড়ির কাঁকড়া, আড়তে আসে। কাঁকড়া আড়তে আনার পরিবহন খরচ বহন করতে হয় সাপ্লায়ারদের। ন্যাজাট থেকে রপ্তানীকারী সংস্থাকে কাঁকড়া পাঠানোর খরচ রপ্তানীকারী সংস্থাই বহন করে। পরিবহন কর্মচারী-মাঝি দাঁড়ি, ড্রাইভার, হেল্পার, ভ্যানচালক ইত্যাদি- কিছুটা হলেও কাঁকড়া ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। ন্যাজাটের কাঁকড়ার আড়তদাররা খেদের সঙ্গে বলেছেন যে হঠাৎ হঠাৎ পরিবহন ধর্মঘট বা সধারণ ধর্মঘট ডাকলে কাঁকড়া ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ন্যাজাটের কাঁকড়ার আড়তগুলো ভালভাবে লক্ষ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নজরে পড়বে।

বর্তমানে আড়তে দাড়া বাঁধা কাঁকড়া জড়ো হয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত না-বাঁধা কাঁকড়াই আসতো।

এখন সমস্ত কাঁকড়াই ওজন দরে বিক্রি হয়। আগের মতো কুড়ি দরে নয়।

ন্যাজাটে এখন কাঁকড়া নিলামে বিক্রি হয় না। কাঁকড়ার দাম, রপ্তানীকারী এজেন্টদের পরামর্শে, আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে।

কাঁকড়া ব্যবসায় দাদন প্রথা চালু থাকলেও, দাদন গ্রহীতাকে কোন কমিশন বা সুদ দিতে হয় না।

একজন কাঁকড়ামারার কথায় এটা এখন 'হ্যালোর যুগ'। বর্তমানে কাঁকড়া ব্যবসার প্রতিটি স্তরে কর্মীদের কাছে মোবাইল ফোন না থাকলে ব্যবসা চালানো প্রায় অসম্ভব।

ন্যাজাটের আড়তে বার মাসই কাঁকড়ার যোগান অব্যাহত থাকে। কারণ, এখানে ভেড়ির এবং জঙ্গলের কাঁকড়া আসে।

ন্যাজাটের আড়তগুলোতে নদীপথে এবং সড়কপথে কাঁকড়া আনার সুবিধে আছে।

আড়তগুলোতে নিতান্ত ছোট ছোট কাঁকড়ার উপস্থিতি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকার যে নিয়ন্ত্রণহীন সেটা ভালভাবে বোঝা যায়।

কাঁকড়া শিকার ও কাঁকড়া ব্যবসার দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও এই ব্যবসা এবং ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে নেই। এই শিল্প যাতে রুগ্ন না হয়ে যায়, স্বাস্থ্য সম্মতভাবে যাতে টিকে থাক তার জন্য এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেতে হলে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। সুন্দরবনের যে সম্পদ লক্ষ লক্ষ মানুষের পুষ্টি যোগাচ্ছে, অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান করছে, বিদেশি মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে তাকে কোন মতে অবহেলা করা যায় না। আমাদের অবহেলায় যদি এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা না যায়, তাহলে পরিবেশ ও মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের অবিবেচনাকে ক্ষমা করবে না।

লেখক সুন্দরবনের মৎসজীবীদের জীবন জীবিকা বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। দীর্ঘ তিন দশক ধরে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা করছেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই - ***Fisherman Community of Coastal West Bengal, Crabs and Crab Fisheries of Sundarban, Dry Fish Production Profile of Indian Sundarban*** *এবং সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন।*